তারিখ ... 15 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদ্রাসা ছাত্রদের তাণ্ডব

রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চেয়েছে বিশেষ মহল

রাকিব উদ্দিন

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্রপন্থি রাজনীতির পরিকল্পিত বলি হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গন। মঙ্গলবারের হামলার প্রতিবাদে গতকাল শহরে সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। ঢাকায়ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। ওই হামলায় ক্ষত-বিক্ষত হলো জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ধ্বংস করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রেলওয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালামাল। মাদ্রাসা ছাত্রদের তাণ্ডবের পেছনে স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের নেতাকর্মীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কোণঠাসা বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট দিনব্যাপী তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। মাদ্রাসা ছাত্রদের ধর্মীয় লেবাসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হামলাকে ভয়াবহ রূপ দেয় সরকারবিরোধী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। ফলে এই তাণ্ডব দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। জেলার পুলিশ, প্রশাসন ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

ওইদিনের তাণ্ডবের পেছনে বিএনপি-জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা আছে কিনা জানতে চাইলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মোহম্মদ মোশাররফ হোসেন গতকাল সংবাদকে **রাজনৈতিক** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রাজনৈতিক : ফায়দা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, 'তাণ্ডবের পেছনে কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা আছে কিনা তা তদন্তেই বেরিয়ে আসবে। তদন্ত চলছে। তবে সাধারণ মানুষের ধারণা, ওই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বা এজেন্ডা থাকতে পারে।'

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

মৌলবাদীদের তাণ্ডবের প্রতিবাদে গতকাল জেলা শহরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জেলার সর্বস্তরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি জেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের টিএ রোডে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক আব্দুর নূর। এতে বক্তব্য রাখেন কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাহিত্য একাডেমির আহ্বায়ক কবি জয়দুল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'এটি নিশ্চয়ই পরিকল্পিত হামলা। আমরা এর নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। যারাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমরা স্বাভাবিক সংস্কৃতি চর্চা করতে চাই।'

জেলার বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা বলছেন, ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এক মাদ্রাসা ছাত্র ও ব্যবসায়ীর মধ্যে। এক পর্যায়ে ছাত্রকে মারধর করা হলে মাদ্রাসা ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও রেলওয়ের সঙ্গে ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের কোন যোগসূত্র ছিল না। ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাও ছিল না। অথচ বেছে বেছে হামলা চালানো হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সম্পদের ওপর। ধ্বংস করা হয়েছে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গন, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সুর সম্রাটের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। ভাঙচুর করা হয়েছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, আওয়ামী লীগ কার্যালয়, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্সের ব্যাংক এশিয়া, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র। এতেই বোঝা যায়, ওই তাণ্ডবের পেছনে রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে।

এ বিষয়ে তিতাস সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদের পরিচালক মনির হোসেন সংবাদকে বলেন, 'এটি পরিকল্পিত হামলা। যারা সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চা করে তাদের ওপর বেছে বেছে হামলা চালানো হয়েছে। সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কণ্ঠ রোধ করতেই এই হামলা হয়েছে। মৌলবাদীরাই তাণ্ডবের জন্য দায়ী।'

এ বিষয়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান সরকার সংবাদকে বলেন, 'যারা সংস্কৃতিকে ভালোবাসে না, অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তারাই হামলা চালিয়েছে। যারাই এই তাণ্ডবের সঙ্গে জড়িত আমরা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মৌলবাদীদের হামলায় জেলা ও দেশব্যাপী শুধু ক্ষোভ আর ধিক্কার জানাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মৌলবাদের হিংস্র তাণ্ডবের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করছেন বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। সরকারও ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে।

জেলা সংস্কৃতি কর্মীরা মনে করছেন, এই তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে জেলার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে, যা ছিল বিএনপি-জামায়াত ও কওমি মাদ্রাসার ধারক-বাহকদের দীর্ঘদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা। মৌলবাদীদের উগ্র অবস্থানের কারণে এমনিতেই জেলার সাংস্কৃতিক জগৎ ছোট হয়ে আসছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ১২ জানুয়ারির দিনব্যাপী তাণ্ডবে জেলা সদরের তিনটি বৃহৎ কওমি মাদ্রাসার প্রায় সব ছাত্র দলবদ্ধভাবে সক্রিয় ছিল। মাদ্রাসাগুলো হলো- জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া, দারুল আরকাম ও মাদ্রাসা-ই-সিরাজিয়া। তিনটিসহ অন্যান্য মাদ্রাসার প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী তাণ্ডবে মেতে উঠে। কিন্তু পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

উগ্রপন্থিরা শহরজুড়ে তাণ্ডবের পাশাপাশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনেও ভাঙচুর চালিয়ে রেললাইন থেকে ক্লিপার তুলে নেয়। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন চলাচল সাত ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ১১ জানুয়ারি বিকেলে শহরের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার এক ছাত্র মোবাইল ফোন সেট কেনার জন্য জেলা পরিষদ মার্কেটে যায়। এ নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় ছাত্র ও দোকানির মধ্যে কিছুটা বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মাদ্রাসা ছাত্রকে তাপ্পর দেয় এক দোকানি। এ খবর পেয়ে ওই মাদ্রাসার অর্ধশতাধিক ছাত্র দোকানটি ভাঙচুর করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শুরু হয় সংঘর্ষ। ওই সংঘর্ষে আহত মাদ্রাসা ছাত্র মাসুদুর রহমান পরদিন মঙ্গলবার ভোরে মারা যান। এরপর শহরজুড়ে তাণ্ডব চলে, যার সামনের সারিতে ছিল কওমি মাদ্রাসা ছাত্ররা।

সাংস্কৃতিক জোটের বিক্ষোভ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসিতে এ বিক্ষোভ করে সংগঠনটি। এ সময় ঘটনার বিস্তারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা করেন বক্তারা। একই সঙ্গে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত বিচার আইনের আওতায় শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ হাসান ইমাম, সম্মিলিতি সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ, গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর, নাট্যজন মান্নান হীরা, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান প্রমুখ।

সভাপতি গোলাম কুদ্দুস বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে ধ্রুপদী সংগীতের উৎস হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাম আছে। সেখানে সামান্য মোবাইল কেনাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত। এর ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ক্ষোভ থাকার কথা ব্যবসায়ীদের ওপর। কিন্তু তারা দেখাল সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর। শত বছরের ঐতিহ্য তছনছ করা হয়েছে। এসব আমরা আর কোথাও খুঁজে পাব না।

তিনি বলেন, এ ঘটনার পেছনে যারা আছে এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যবহার করেছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসন্তানদের নিয়ে খালেদা জিয়া, গয়েশ্বর রায় সবার বক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, আজ দেশ একটি সংকটের মুখে পতিত হয়েছে। মৌলবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংগঠিত হচ্ছে। ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি বিভিন্নভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে। এগুলো দমনে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ বলেন, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনেও হামলা হয়েছে। এসব দমনে রাষ্ট্রের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে অবহেলা দেখা দিলে শাস্তির বিধান ও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত বিচার আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান করতে হবে।

গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর বলেন, এ ধরনের ঘটনা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। তাই স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

নাট্যজন মান্নান হীরা বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার কথা বলেন। আসলে ধর্ম শিক্ষার নামে এখানে একটি বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়। যার লক্ষ্য সাম্প্রদায়িকতা।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তাণ্ডবের পেছনে কারা আছে তা পুলিশকে তদন্ত করে বের করতে হবে।